গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-০২ (সমন্বয়, এপিএ ও আইসিটি)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০১০.০৯.০০৪.২২-১৬০

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৫সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন।

সূত্র: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রি. তারিখের ৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.০০৫.২০.৭১ নম্বর পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য হাইকোর্টের রিটপিটিশন নং-৫৯১৬/২০০৮ এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. তারিখের ২৩৬ নং স্মারক মোতাবেক কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থা ও সকল সরকারি/বেসরকারি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জরুরি ভিত্তিতে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ৩০ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি. তারিখের ১০৬ নং স্মারকে অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ জানানো হয়।

এমতাবস্থায়, যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো কমিটি গঠন করা হয়নি সে সকল প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে দ্রুত কমিটি গঠন করে নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

১৫/০৯/২০২২
(প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন)
পরিচালক (প্রশাসন)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

০১। অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (টিটিটিসি), ঢাকা।
০২। অধ্যক্ষ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (সকল)।
০৩। অধ্যক্ষ, পলিটেকনিক/মনোটেকনিক ইনষ্টিটিউট (সকল)।
০৪। অধ্যক্ষ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (ভিটিটিআই), বগুড়া।
০৫। অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (সকল)।

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে) :

০১। পরিচালক (পিআইডব্লিউ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ভোকেশনাল/পিআইইউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, (সকল) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩। সহকারী পরিচালক (১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আইসিটি সেল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট সকলের ই-মেইলে প্রেরণের অনুরোধসহ)।
০৫। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৬। সংরক্ষণ নথি

অতি জরুরী

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
মহাপরিচালকের দপ্তর

পরিচালক (প্রশাসন)		সহকারী পরিচালক	
পরিচালক (ভোকেশনাল)			
পরিচালক (পলিটেকনিক/মনোটেকনিক)			
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)		অন্যান্য	
পরিচালক (পিআইইউ)		পিএস টু মহাপরিচালক	
প্রকল্প পরিচালক			
		মহাপরিচালক	
ডকেট নং- ৯২৭৫		তারিখঃ- ১৩/৯/২২	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সংসদ শাখা
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা- ৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.০০৫.২০-৭১

তারিখ: ২৯ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: একাদশ জাতীয় সংসদের "মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়" সম্পর্কিত স্থায়ী কমটি'র ৩৪তম বৈঠকের কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ।

সূত্র: ১। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র সংখ্যা- ৩২.০০.০০০০.০২১.০৯.০০১.২০(অংশ-২)-১৭৭, তারিখ: ১২-০৯-২০২২ খ্রি:।
২। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র সংখ্যা- ৩২.০০.০০০০.০২১.০৯.০০১.২০(অংশ-২)-১৭৯, তারিখ: ১২-০৯-২০২২ খ্রি:।

উপযুর্ক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে একাদশ জাতীয় সংসদের "মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়" সম্পর্কিত স্থায়ী কমটি'র ৩৪তম বৈঠকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত নম্বর-১০ (৩)	"যৌন হয়রানি বন্ধে হাইকোর্টের নীতিমালা অনুযায়ী যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো কমিটি করেনি তাদের একটি ডাটাবেজ প্রণয়ন করা এবং দ্রুত কমিটি করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাগাদা দেয়ার সুপারিশ করা হয়"
সিদ্ধান্ত নম্বর-১০ (৪)	"দেশের সকল মহিলা মাদ্রাসায় মহিলা প্রিন্সিপাল ও মহিলা শিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়"

০২। সে প্রেক্ষিতে একাদশ জাতীয় সংসদের "মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়" সম্পর্কিত স্থায়ী কমটি'র ৩৪তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ইউনিকোড/Nikosh Font-এ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার মধ্যে হার্ডকপিসহ সফটকপি sas.parliament.tmed@gmail.com মেইলে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
পরিচালক প্রশাসন শাখা

পরিচালক (পিআইডব্লিউ)	পরিচালক (ভোক)
পরিচালক (পিআইইউ)	পরিচালক (পরিঃ ও উন্নঃ)
সহ:পরি-১/২/ ৩/ ৪	ডিডিও
আইন কর্মকর্তা	পি.এ
	পরিচালক (প্রশাসন)
ডকেট নং ১২০৬	তারিখ ১৪/০৯/২২

১৩/০৯/২০২২
(ড: মোঃ আশরাফুজ্জামান)
উপসচিব ও কাউন্সিল অফিসার
sas.parliament.tmed@gmail.com

বিতরণ:
১) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগাঁরগাও ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণ- কাউন্সিল অফিসার)
২) মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, (দৃষ্টি আকর্ষণ- কাউন্সিল অফিসার)
৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, (দৃষ্টি আকর্ষণ- কাউন্সিল অফিসার)
৪) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, (দৃষ্টি আকর্ষণ- কাউন্সিল অফিসার)

পত্র সংখ্যা- ৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.০০৫.২০-৭১

তারিখ: ২৯ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও কাযার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) এঁর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪) অফিস কপি।

E:\Letter--2022.docx-89

অতি জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১০
www.parliament.gov.bd

নং-১১.০০.০০০০.৭১০.৬৮.০০১.১৯-৮১

তারিখ : ২৪ ভাদ্র ১৪২৯ / ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিজ্ঞপ্তি

একাদশ জাতীয় সংসদের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৫তম বৈঠক আগামী **২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ (১০ আশ্বিন ১৪২৯) তারিখ রোজ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায়** সংসদ ভবনের পশ্চিম ব্লকের ২য় লেভেলে অবস্থিত স্থায়ী কমিটি কক্ষ-১ এ অনুষ্ঠিত হবে।

২। **বৈঠকের আলোচ্যসূচি :**

(১) বিগত ৩৪তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
(২) বিগত ৩৪তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা;
(৩) সকল কর্মসূচি একই আমব্রেলাভুক্তকরণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা;
(৪) তামাক/মাদকদ্রব্যের কুপ্রভাব থেকে মহিলা ও শিশুদের রক্ষায় মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা;
(৫) বিবিধ।

৩। কমিটির মাননীয় সদস্যগণকে বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৮/৯/২০২২

(ড. মোঃ ওহিদুজ্জামান)
উপসচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব
☎ ৮১৭১২৪৫।

বিতরণ :

ক্রমিক সংখ্যা	মাননীয় সভাপতি ও সদস্যবৃন্দের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবী
১.	বেগম মেহের আফরোজ	১৯৮ গাজীপুর-৫	সভাপতি
২.	বেগম ফজিলাতুন নেসা, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৩২২ মহিলা আসন-২২	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	১১১ পটুয়াখালী-১	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ	৬৪ সিরাজগঞ্জ-৩	সদস্য
৫.	বেগম শবনম জাহান	৩০৩ মহিলা আসন-৩	সদস্য
৬.	বেগম সালমা ইসলাম	৩৪৪ মহিলা আসন-৪৪	সদস্য
৭.	বেগম লুৎফুন নেসা খান	৩৪৮ মহিলা আসন-৪৮	সদস্য
৮.	সৈয়দা রাশিদা বেগম	৩৩৫ মহিলা আসন-৩৫	সদস্য
৯.	সাহাদারা মান্নান	৩৬ বগুড়া-১	সদস্য
১০.	বেগম কানিজ ফাতেমা আহমেদ	৩০৮ মহিলা আসন-৮	সদস্য

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য :

নং-১১.০০.০০০০.৭১০.৬৮.০০১.১৯-৮১

তারিখ : ২৪ ভাদ্র ১৪২৯ / ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাঁকে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/অধিদপ্তরের আলোচ্যসূচি সংশ্লিষ্ট একান্ত অপরিহার্য দুইজন করে কর্মকর্তাসহ বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য এবং আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ৩০(ত্রিশ) সেট কার্যপত্রসহ আগত কর্মকর্তাগণের নামের একটি তালিকা বৈঠক শুরুর ০৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কমিটি শাখা-১০ এ প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
২. সার্জেন্ট এ্যাট আর্মস, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক (রিপোর্টিং), জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা। উক্ত বৈঠকের কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধের নিমিত্তে ২(দুই) জন উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক (রিপোর্টিং)-কে নিয়োজিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
৫. পরিচালক (গণসংযোগ-২), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা। উক্ত বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্র, বেতার ও সংসদ টেলিভিশন/বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বৈঠকের প্রেস রিলিজসহ চিত্রধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
৬. মাননীয় সভাপতির একান্ত সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
৭. পরিচালক, সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. কাউন্সিল অফিসার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. নিউজ এডিটর (এসাইনমেন্ট), বার্তা বিভাগ, বাংলাদেশ টেলিভিশন রামপুরা, ঢাকা। সভাপতি মহোদয়ের নির্দেশক্রমে বৈঠকের চিত্রধারণ ও প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, কমন সার্ভিস ও সমন্বয়/অর্থ শাখা-১ ও ২, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট (ই-সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়। বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব সাইটে প্রচার এবং বৈঠকের ধারাবিবরণী কম্পিউটারে সংরক্ষণপূর্বক পেনড্রাইভে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
১২. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়। সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. পরিচালক (মেডিকেল সেন্টার), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র কমিটি অফিসার/সহকারী সচিব/কমিটি অফিসার, কমিটি শাখা-২, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত উপ-বিভাগ-১/২, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৬. উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ-১৩, সংসদ ভবন, ঢাকা।
১৭. উপসচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. পরিচালক-১০ এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৯. সিনিয়র কেয়ারটেকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে :

১. মাননীয় স্পীকার এর একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (সিএস) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক (গ্রন্থাগার) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোঃ দিদারুল আলম চৌধুরী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
☏০২-৫৫০২৯০০৩।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
কমিটি শাখা-১০

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৪তম বৈঠকের কার্যবিবরণী

তারিখ	:	১৬ ভাদ্র ১৪২৯, ৩১ আগস্ট ২০২২।
রোজ	:	বুধবার।
সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
স্থান	:	পশ্চিম ব্লক, ২য় লেভেল, কেবিনেট কক্ষ।
সভাপতি	:	বেগম মেহের আফরোজ, এমপি (১৯৮ গাজীপুর-৫)।

২। বৈঠকে কমিটির নিম্নোক্ত মাননীয় সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক	মাননীয় সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
১.	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	সদস্য	১১১ পটুয়াখালী-১
২.	জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ	সদস্য	৬৪ সিরাজগঞ্জ-৩
৩.	বেগম শবনম জাহান	সদস্য	৩০৩ মহিলা আসন-৩
৪.	বেগম লুৎফুন নেসা খান	সদস্য	৩৪৮ মহিলা আসন-৪৮
৫.	সৈয়দা রাশিদা বেগম	সদস্য	৩৩৫ মহিলা আসন-৩৫
৬.	সাহাদারা মান্নান	সদস্য	৩৬ বগুড়া-১
৭.	বেগম কানিজ ফাতেমা আহমেদ	সদস্য	৩০৮ মহিলা আসন-৮

৩। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক সাব-কমিটির নিম্নোক্ত মাননীয় সদস্যবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন :

ক্রমিক	মাননীয় সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
১.	উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি	সদস্য	৩১ গাইবান্ধা-৩
২.	বেগম শিরীন আখতার এমপি	সদস্য	২৬৫ ফেণী-১
৩.	জনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারী এমপি	সদস্য	২৯ গাইবান্ধা-১
৪.	বেগম আরমা দত্ত এমপি	সদস্য	৩১১ মহিলা আসন-১
৫.	বেগম আদিবা আনজুম মিতা এমপি	সদস্য	৩৩৭ মহিলা আসন-৩৭

৪। কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব জনাব মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান ও জনাব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বেগম ফরিদা পারভীন, প্রকল্প পরিচালক (আইজিএ) জনাব মোঃ তরিকুল আলম, জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বেগম সাকিউন নাহার বেগম-সহ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৫। কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত সচিব (সিএস) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন মোল্লা, যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক (এসপিসিপিডি) জনাব এম, এ কামাল বিল্লাহ, উপসচিব (এসএসসি) ও কমিটি সচিব ড. মোঃ ওহিদুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব দিদারুল আলম চৌধুরী এবং সহকারী পরিচালক (গণসংযোগ) মোছাঃ রুবা মিরাতুল ফাতিমাসহ সংশ্লিষ্টগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

৬। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বৈঠক শুরু করেন। তিনি বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস এবং আমাদের জাতীয় জীবনে একটি হারানোর মাস, বেদনার মাস। ১৯৭৫ সালের এ মাসের ১৫ তারিখে ঘাতকের হাতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক যিনি আমাদের স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছেন, একটি লাল-সবুজ পতাকা দিয়েছেন, যার কারণে বিশ্বের মানচিত্রে বাঙালী জাতি মাথা উচুঁ করে স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিতে পারছে, সে মহান নেতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। বৈঠকের শুরুতেই তিনি তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরে তারা এদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে ভুলণ্ঠিত করে দেশে একটি সন্ত্রাস কায়েম করেছিল। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশে ফিরে আসার পর তাঁকেও বার বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামীলীগ অফিসের সামনে বোমা হামলায় নারী নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জনকে জীবন দিতে হয়েছে। স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে তিনি সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। তাঁদের স্মরণে বৈঠকে সকলে দাড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। অতঃপর সভাপতির আহবানে বৈঠকে উপস্থিত সকলে নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন।

৭। **আলোচ্যসূচি (৩) : স্থায়ী কমিটি কর্তৃক পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩ তে প্রদত্ত সংশোধনীর প্রস্তাব বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং আলোচ্যসূচি (৪) : যৌন হয়রানি বন্ধে হাইকোর্ট প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা।**

৭.১। সভাপতি বলেন, অত্র স্থায়ী কমিটির ইতিপূর্বের একটি বৈঠকে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা বিধিমালা-২০১৩ তে প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনীগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং পাশাপাশি যৌন হয়রানি বন্ধে হাইকোর্ট প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কি কার্যক্রম গ্রহণ করছে বা করতে পারবে, সে বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা হয়েছিল। তিনি বলেন, ইউএনএফপি'র সহযোগিতায় পার্লামেন্টে তিনটি সাব-কমিটি আছে এবং তিনি একটি সাব-কমিটির সভাপতি। এ সাব-কমিটির কার্যক্রম হচ্ছে জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নারীদের নিয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বাল্যবিবাহ রোধ ও জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্সের স্বীকার হওয়া নারীদের মুক্ত করা। যে সমস্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে সাব-কমিটি তাদের সাথে বসে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে এবং সারা বাংলাদেশে কম/বেশি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারই আলোকে আজকের বৈঠকের ৩ ও ৪ নম্বর আলোচ্যসূচি দেয়া হয়েছে এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক সাব-কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দকে বৈঠকে আহবান জানানো হয়েছে এবং তাঁরা উপস্থিত আছেন। এ কারণে প্রথমেই আলোচ্যসূচির ৩ ও ৪ নিয়ে একত্রে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান। তিনি প্রকল্প পরিচালক, এসপিসিপিডি-কে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের আহবান জানান।

৭.২। প্রকল্প পরিচালক বলেন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইনটি ২০১০ সালে প্রণয়ন করা হয় এবং এ আইনের উদ্দেশ্য ছিল পারিবারের অভ্যন্তরে যে সহিংসতা হয় তা প্রতিরোধ করা। মূলতঃ এ আইনটি একটি প্রতিরোধমূলক আইন। এখানে শাস্তির ব্যবস্থা আছে একেবারে শেষ পর্যায়ে। বিগত ১০/১২ বছর যাবৎ এখানে কি কি কার্যক্রম হয়েছে তা বিভিন্ন গবেষণায় দেখা

গেছে যে, মাঠ পর্যায়ে এ আইনটির প্রয়োগ নেই বললেই চলে। তিনি বলেন, মাননীয় সভাপতির নির্দেশে আইনটি পর্যালোচনা করে মূল আইনে কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সভাপতি মহোদয় মূল আইনে পরিবর্তনের সুপারিশ না করে রুলসের মাধ্যমে কিভাবে অগ্রসহ হওয়া যায় তা পর্যালোচনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মূল আইনে একটি বিধান আছে যে, কেউ যদি পারিবারিক সহিংসতার শিকার হন তাহলে প্রথমে তিনি প্রয়োগকারী কর্মকর্তার দ্বারস্থ হবেন এবং প্রয়োগকারী কর্মকর্তা কিছু পদ্ধতি বজায় রেখে জুডিসিয়ারি কোর্টের নিকট সাবমিট করবেন। তিনি বলেন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ নিশ্চিত করতে হলে কোর্টে যাওয়ার আগের প্রক্রিয়াকে যত বেশি বিলম্বিত করা যাবে আইনটির প্রয়োগ তত বেশি কার্যকর হবে। রুলস পর্যালোচনা করে দেখো গেছে একজন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাকে প্রয়োগকারী কর্মকর্তা দেয়া আছে। কিন্তু তার পক্ষে ১৫/১৬টি ইউনিয়ন সম্বলিত কোন উপজেলার প্রয়োগকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করা কঠিন। এ জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারীর 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০' এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার উপর সংশোধনী প্রস্তাব তিনি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে বৈঠকে উপস্থাপন করেন।

৭.৩। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, গতকাল সংসদ ভবনে ইউএনএফপি'র যে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে তার আলোচনার প্রেক্ষিতে কি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা নিয়ে মন্ত্রণালয়েও আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, অতীতেও এ আইনের বিধিতে কিছু প্রস্তাবনা ছিল। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তেমন কোন কাজ হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি মন্ত্রণালয়ে নতুন এসেছেন বিধায় পরবর্তীতে এ বিষয়ে স্থায়ী কমিটির নির্দেশনা যাতে প্রতিপালিত হয় সে জন্য তিনি কার্যকর ভূমিকা রাখবেন বলে জানান। তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে মাননীয় সংসদ সদস্য এবং ইউএনও-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কাজটি করা গেলে অবশ্যই তা ভালো হবে। তিনি বিধি ২ এর উপবিধি এবং বিধি ৬ এর নির্দেশনা প্রতিপালনে প্রচেষ্টা নিবেন বলে কমিটিকে আশ্বস্ত করেন।

৭.৪। সভাপতি বলেন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন ২০১৩-তে করা হয়েছিল। এটির মূল লক্ষ্য হলো, যে কোন মামলার আগে সমস্যার সমাধান করা। কারণ একটি পরিবার যখন মামলায় চলে যায় তখন পরিবারটিকে আর জোড়া লাগানো যায় না। তিনি বলেন, প্রতিটি এলাকাতেই পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা হচ্ছে এবং ঘটনা হলেই থানায় যাচ্ছে এবং মামলা হয়ে হচ্ছে। হাজার হাজার মামলা সমাধান ছাড়াই পড়ে আছে। সম্প্রতি ডিভোর্সের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু কোন সমাধান দেয়া যাচ্ছে না। সে জন্য এ আইনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। তবে, প্রচারনা না থাকার কারণে জনগণ এ আইন সম্পর্কে জানেও না এবং তাদেরকে বুঝানোও হচ্ছে না। মন্ত্রণালয় এটিকে কিভাবে কাজে লাগাবে সে জন্য গতকাল বৈঠক করা হয়েছিল। অল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের তিনজন সচিব বদলী হয়েছে, যার কারণে এটির ফলোআপ যথাযথভাবে হয়নি। তিনি বলেন, যৌন হয়রানি বন্ধের বিষয়ে কোর্টের একটি নির্দেশনা আছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে মন্ত্রণালয় কোন বৈঠক করেছে কিনা তা তিনি জানতে চান।

৭.৫। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে বিভাগীয় পর্যায়ে অনেকগুলো মতবিনিময় সভা করা হয়েছে এবং গত বছর মন্ত্রণালয় থেকে সকল ডিসি ও কমিশনারদেরকে কাজ করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের জন্য কুতুপালংয়ে রিজিওনাল ট্রমা কাউন্সিলিং সেন্টার, বালুখালিতে ১৩টি মেন্টাল হেলথ সার্ভিস সেন্টার ও ১টি ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কেন্দ্রিয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি এবং যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কমিটি,

বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে এবং তারা কাজ শুরু করেছে। এছাড়া দেশব্যাপী নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের সেবা প্রাপ্তির সুবিধার্থে ৪৭টি জেলার সদর হাসপাতালে এবং ২০টি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ন্যাশনাল টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ এ বিভিন্ন অভিযোগ শুনে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে এবং জয় মোবাইল এ্যাপস চালু করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও বেশি প্রচারণা কার্যকর করার জন্য তিনি মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সহযোগিতা কামনা করেন। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০২০ এ ধর্ষণজনিত অপরাধ ও ডিএনএ পরীক্ষা সম্পর্কিত বিষয় নতুনভাবে সংশোধিত ও সংযোজিত হয়েছে। এটি কার্যকর করতে পারলে ধর্ষণসহ নারীর প্রতি অন্যান্য সহিংসতা প্রতিরোধে ডিএনএ পরীক্ষা ভূমিকা রাখতে পারবে বলে তিনি জানান।

৭.৬। প্রকল্প পরিচালক, এসপিসিপিডি বলেন, আইনের প্রয়োগকে কার্যকর করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যদি পাইলটিং ভিত্তিতে কোন উপজেলাকে নেয় তাহলে বিএপিপিডি এর মাননীয় সদস্যগণ এটির সাথে সম্পৃক্ত হবেন। একটি উপজেলাকে পাইলটিং ভিত্তিতে নিতে পারলে প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ইউনিয়নভিত্তিক দিয়ে ৬-১২ মাসে কি অগ্রগতি হয় তা দেখা যেতে পারে। এ প্রস্তাবটিও দেয়া হয়েছিলো বলে তিনি জানান।

৭.৭। সভাপতি মন্ত্রণালয়ের সচিব নতুন হওয়ায় তাঁকে এ আইনটি আরও ভালোভাবে স্ট্যাডি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ আইনটিকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে। কারণ সবগুলো সহিংসতার মাত্রা একরকম নয়, কোনটি আছে পারিবারিক অভ্যাসগত সহিংসতা আবার কোনটি আছে চরম সহিংসতা যেটি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। এ জায়গাগুলো থেকে মানুষের মানসিকতাকে পরিবর্তন করতে হবে এবং তাদের বুঝিয়ে পরিবারটিকে যাতে মিলিয়ে দেয়া যায় সে কাজটি করতে হবে। সে লক্ষ্যে যে সমস্ত উপজেলায় বেশি সহিংসতা হয় সেখান থেকে একটি বা দুটি উপজেলা বেছে নিতে হবে। আইনটি ভালোভাবে পড়লে কিভাবে সহযোগীতা করতে হবে তার সিস্টেম বুঝা যাবে এবং নীতিমালা বের করা সহজ হবে। তিনি বলেন, যৌন হয়রানি বন্ধের আইনটি নিঃসন্দেহে বেশ কঠিন। তথাপিও এটিরও একটি পলিসি বের করতে হবে এবং এ বিষয়ে স্থায়ী কমিটি ও সাব-কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ মন্ত্রণালয়কে সহযোগীতা ও দিক নির্দেশনা দিবেন।

৭.৮। প্রকল্প পরিচালক বলেন, যৌন হয়রানীর বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশনার উপর সাব-কমিটি অনেক কাজ করেছে। যৌন হয়রানীর সজ্ঞায় ১২টি ক্রাইটেরিয়া ছিল। প্রতিটি সজ্ঞাকে ৩টি কলাম করে দেখানো হয়েছে যে, প্রতিটি সজ্ঞা তিনটির মধ্যে কোনটিতে পড়ে, যেমন-বিদ্যমান আইনে শাস্তিযোগ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা, বিদ্যমান আইনে শাস্তিযোগ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নাই, তবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা এবং বিদ্যমান আইনে শাস্তিযোগ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত নাই, তবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। সচেতনতা বৃদ্ধি করাই শ্রেয়। তিনি যৌন হয়রানীর সজ্ঞাগুলো প্রজেক্টর ও কার্যপত্রের মাধ্যমে বৈঠকে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, সাব-কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ এ ক্রাইটেরিয়াগুলো এ্যানালাইস করে দেখেছেন যে, এর মধ্যে সবগুলো আইনে অন্তর্ভুক্ত করা খুব কঠিন। অনেকগুলো আছে সম্ভব নয়, সে জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। উত্যক্তকরণ বিষয়ে হাইকোর্ট যে সুপারিশ/মতামত দিয়েছে তিনি তা প্রজেক্টর ও কার্যপত্রের মাধ্যমে কমিটিকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, ক্রাইটেরিয়াগুলো যে অপরাধ তা সমাজের একটি অংশ জানেই না। কাজেই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ পাশে থাকবে বলে তিনি জানান।

৭.৯। সাব-কমিটির মাননীয় সদস্য উম্মে কুলসুম স্মৃতি বলেন, নারী নির্যাতনের মামলার বিষয় নিয়ে যারা কোর্টে আসে তাদের বেশিরভাগ ব্লাকমেইল করছে। প্রকৃতভাবে যারা নির্যাতিত হচ্ছে তারা সমাজ বা নিজের মানসম্মান রক্ষার্থে অনেক সময় কোর্টে আসতে চায় না। নির্যাতিত ব্যক্তি তার নিজের অধিকার স্টাবলিস করার জন্য সম্মানের দিকে না তাকিয়ে যাতে সচেতনভাবে সমাজে বসবাস করতে পারে সে দিকটি দেখা দরকার বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, টোল ফ্রি হেল্পলাইন ১০৯ সম্পর্কে গ্রামের মেয়েরা তত বেশি ওয়াকিবহাল নয়। এটির বিষয়ে আরও বেশি প্রচারণার দরকার আছে। অফিস আদালতে নারীদের নিরাপদে কাজ করার বিষয়ে পোস্টার, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে বেশি প্রচারণা দরকার বলে তিনি জানান। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মেয়েরা শিক্ষার মাধ্যমে নিজেকে স্টাবলিস করে বিবাহ করলে পারিবারিক নির্যাতন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলে তিনি মনে করেন।

৭.১০। সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয় বলেন, তাঁর এ বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার কারণ হলো এসপিসিপিডি প্রকল্পের আওতায় যে কাজগুলো হচ্ছে তার সঙ্গে তিনি সরাসরি জড়িত এবং সচিব হিসেবে তাঁকে এ প্রকল্পটির অনেক সমন্বয় করতে হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের বিষয়ে অদ্যকার বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং কিভাবে মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সমন্বয় করা যায় তা জানার জন্য তিনি বৈঠকে এসেছেন। আরেকটি হলো রুলস অব প্রসিডিউর অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সকল স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব হলেন সংসদ সচিব। সংসদ সচিবালয়ের যে সমস্ত কর্মকর্তা স্থায়ী কমিটিগুলোতে সদস্য সচিবের কাজ করছে তাঁদেরকে সচিবের পক্ষে কাজ করার জন্য ডেলিগেট করে দেয়া হয়েছে। ডেলিগেটের কাজগুলো কর্মকর্তাগণ কিভাবে করছে তা ফলোআপ করার জন্য মাঝে মাঝে তিনি বিভিন্ন বৈঠকে অংশগ্রহণ করছেন বলে জানান। তিনি মন্ত্রণালয় থেকে আগত কর্মকর্তাগণকে অবহিত করে বলেন, সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে জাতীয় সংসদ একটি অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানকে আইন প্রণয়নের বাইরেও অনেক নির্বাহী কাজ করতে হয় যার সাথে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ অন্তর্ভুক্ত থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকেন। মাননীয় স্পীকারের যে গুড অফিস সে অফিসকে ব্যবহার করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়গুলো নিয়ে জাতীয় সংসদ থেকে কাজ করা হচ্ছে । তিনি বলেন, প্রকল্পের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেটি মূলতঃ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। তাই এসব প্রকল্পের কাজের মধ্য দিয়ে মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে উঠতে পারে। স্থায়ী কমিটিগুলোর মাধ্যমে সংসদ সচিবালয় মন্ত্রণালয়গুলোকে অনুরোধ জানায় বা যে নির্দেশনা দেয়া হয় তা বাস্তবায়ন করে। তিনি বলেন, ওয়ার্ল্ড ফোরামে এ দেশের দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম আছে। একটি হলো ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (IPU) এবং অপরটি হলো কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এ্যাসোসিয়েসন (CPA)। বিশ্বের প্রায় ৯৬ হাজার মাননীয় সংসদ সদস্য ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সদস্য। প্রতি বছর বিভিন্ন সময় এ ফোরামগুলোতে মিটিং হয় এবং মাননীয় স্পীকার ও সংসদ সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। ওয়ার্ল্ড ফোরামগুলোতে জাতীয় সংসদ ও সরকার কিভাবে কাজ করছে তা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন মাননীয় স্পীকার ও সংসদ সদস্যগণ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, এখানে দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়। সুতরাং মন্ত্রণালয়গুলো যদি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের বিষয়গুলো আগ্রহের সাথে না দেখে এবং সুষ্ঠ সমন্বয় না থাকে তা হলে ওয়ার্ল্ড ফোরামে বিষয়গুলো তুলে ধরা কঠিন হয়ে যায় এবং চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয়গুলোকে অন্তরে ধারণ করতে হবে যে, শুধু স্থায়ী কমিটি নয় মাননীয় স্পীকার ও সংসদ সদস্যগণ সরকার ও রাষ্ট্রের পক্ষে বিভিন্ন বিষয় ওয়ার্ল্ড ফোরামে তুলে ধরছেন। অনেক সময় মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন তথ্য চাওয়া হলে তারা সাধারণভাবে যেন তেন একটি তথ্য পাঠায়। কিন্তু মাননীয় স্পীকার ও মাননীয় সংসদ সদস্যগণ যখন ওয়ার্ল্ড ফোরামে যাবেন তখন একটি স্ট্রাকচারের মধ্যে

সংবিধান, সরকারি আইন, নীতিমালা ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে যদি তথ্য দেয়া হয় তাহলে উপস্থাপন করতে খুব সুবিধা হয়। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবের নেতৃত্ব ও সহযোগিতায় সংসদ সচিবালয়ের এ ইস্যুগুলো অন্তরে ধারণ করে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কয়েকদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব তাঁকে টেলিফোনে বলেছেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর সময়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকলে তারা নোট নিতে পারেন। কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে সারা দেশের একটি চিত্র সকলের সামনে উপস্থাপিত হয়। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদ, স্থায়ী কমিটি ও মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে কাজ করা হলে দেশের সমগ্র উন্নয়ন দেশে এবং বিদেশে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

৭.১১। সভাপতি সংসদের সকল কার্যক্রমের সাথে স্থায়ী কমিটির বৈঠকগুলো যে গুরুত্ব বহন করে তা বৈঠকে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করার জন্য সংসদ সচিবালয়ের সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, মন্ত্রণালয় যদি স্থায়ী কমিটির নির্দেশনাগুলো ভালোভাবে ফলোআপ করে তা হলে কার্যক্রম অবশ্যই এগিয়ে যাবে। সচিবের সহযোগিতার জন্য স্থায়ী কমিটি আনন্দিত বলে তিনি জানান এবং সব সময় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমের দিকে লক্ষ্য রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

৭.১২। সাব-কমিটির মাননীয় সদস্য বেগম আরমা দত্ত বলেন, সংসদ সচিব মহোদয় একটি ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন যে, কিভাবে মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় করা যায়। তিনি বলেন, অনেক আইন আছে কিন্তু আইন বাস্তবায়নের লেভেলে ফাঁক আছে এবং এখানে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের আইনগুলো চমৎকার, কিন্তু আইনগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে আর কোথায় প্রযোজ্য হবে না তা উদাহরণস্বরূপ দুই একটি শাস্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিরূপন করা যায়। তিনি বলেন, মাননীয় সংসদ সদস্য, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে ১১-১২ সদস্যের একটি কমিটি করে ০৬ মাসের সময় বেধে দিয়ে যে সমস্ত অঞ্চলে নারী নির্যাতনের মাত্রা বেশি সে সমস্ত এলাকার দুইটি বা চারটি এলাকার সহিংসতা শুন্যের কোটায় আনতে হবে। এখানের অভিজ্ঞতা থেকে আইনের কোন বিধি প্রযোজ্য আর কোনটি প্রযোজ্য নয় তা বের করা যাবে। তবে নারী নির্যাতনের শাস্তিগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়া দরকার এবং ব্যাপক প্রচার দরকার বলে তিনি মনে করেন। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার ও এলাকার স্কুলের ছেলে-মেয়েদের কাজে লাগাতে হবে। তাদের সাথে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কিভাবে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করবে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে উদ্যোগ গ্রহনের জন্য তিনি সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

৭.১৩। সাব-কমিটির মাননীয় সদস্য বেগম শিরীন আখতার বলেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকা ফেণী-১ বা পুরো নোয়াখালী জেলা অথবা চট্টগ্রাম বিভাগে বিভিন্নভাবে নারী নির্যাতনের চর্চাগুলো বেশি হয়। এ অঞ্চলগুলোতে মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক বেশি এবং মাদ্রাসাগুলোতে বিনা খরচে পড়া ও খাওয়ার সুবিধার জন্য এখানে মেয়েরা পড়ছে এবং কখনো কখনো ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি হয়। অথচ মদ্রাসাগুলোতে নারী শিক্ষক নেই বললেই চলে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়ে অনেক আইন আছে এবং এ আইন বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা থাকতে হবে এবং আইনগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। তিনি বলেন, উপজেলা পর্যায়ে এ আইনটি প্রচার প্রচারণার বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা গত দশ বছরের অভিজ্ঞতায় তাঁর জানা নাই। আগামী পাঁচ বছর সব কাজের মধ্যে প্রচারকে সবচেয়ে বেশি জোর দেয়ার বিষয়ে একটি লক্ষ্য স্থির করতে হবে এবং সাথে সাথে সমস্যা সমাধানের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য বিষয়গুলোর উপরও প্রচার করতে হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, যৌন হয়রানি বন্ধে হাইকোর্টের নীতিমালা অনুযায়ী কমিটি গঠন করার বিষয়টি দশভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও জানে না।

কাজেই বেশি বেশি প্রচার করার উপর জোর দেয়া জরুরী বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, যত বেশি সম্ভব কিশোর কিশোরী ক্লাব গঠন করতে হবে এবং তাদের মাধ্যমে বিষয়গুলো প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭.১৪। মাননীয় সদস্য বেগম লুৎফুন নেসা খান বলেন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের অনেক বৈঠকে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। সেখানে কিশোর কিশোরী ক্লাব ও তথ্য আপা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। কিশোর কিশোরী ক্লাবের কার্যকর ভূমিকার কারণে অনেক বাল্যবিবাহ রোধ হয়েছে। তথ্য আপার বৈঠকে স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন এবং সেখানেও পারিবারিক সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ রোধের বিষয়ে প্রচার হয়। তিনি বলেন, এ দেশের কোথাও মানসিক নির্যাতনের কথা বলা হয় না এবং গুরুত্বও দেয়া হয় না। কিন্তু শিক্ষিত পরিবারে ব্যাপক মানসিক নির্যাতন হয় যার কোন পরিসংখ্যান নাই। এ বিষয়টিও প্রচার প্রচারণার মধ্যে থাকতে হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, যারা ধর্ষণ করছে তাদের মনসতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ডোপ টেস্ট, গ্রেফতার, পারিবারিক ইতিহাস বিশ্লেষণ, কেন তার বিকৃত মানসিকতার বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হচ্ছে না। তিনি এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণসহ ধর্ষকদের বিষয়ে গবেষণা করার জন্য ইএনএফপিএ'র প্রতিনিধিদের প্রতি অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশে অনেক আইন আছে কিন্তু আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয় না। তাই অনুপ্রেরণামূলক কাজের মাধ্যমে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে এবং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

৭.১৫। সাব-কমিটির মাননীয় সদস্য বেগম আদিবা আনজুম মিতা বলেন, রাজশাহীতে বাল্যবিবাহ সবচেয়ে বেশি এবং ডিভোর্সও বেশি। এ বিষয়ে তিনি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা কামনা করেন। কারণ মাঠ পর্যায়ে কর্মর্তাদের কার্যক্রমে আশানুরূপ গতি দেখা যাচ্ছে না। তিনি বাল্যবিবাহ ও ডিভোর্স প্রতিরোধের বিষয়ে প্রত্যন্ত এলাকায় বিশেষ করে চরাঞ্চলে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের সমন্বয়ে একটি প্রোগ্রাম করা গেলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে বলে মনে করেন। তিনি বলেন, যে সমস্ত মাদ্রাসায় মেয়েরা পড়ছে সেখানে মহিলা শিক্ষক দেয়া দরকার এবং এটির একটি আইন থাকা উচিত। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ জানান।

৭.১৬। সাব-কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ যখন করা হয়েছিল তখন ব্যাপক প্রচারের সমস্যা ছিল। এটি সরাসরি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কাজ না। তিনি বলেন, মাননীয় স্পীকার প্রতিমন্ত্রী থাকাকালীন এ আইনটি হয়েছে এবং তিনি একজন আইনজীবী হওয়ায় তাঁর দক্ষতার কারণে আইনটিতে এতো মডার্ন কনসেপ্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আইনের যদি প্রয়োগ না হয় তা হলে সেটি কোন আইন না। তিনি বলেন, এ পর্যন্ত মোট ৩৪টি মামলা হয়েছে আর অভিযোগের সংখ্যা জানা নাই। এটির একটি ডাটাবেজ থাকা এবং স্পষ্টত এটির প্রচার হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করেন। পূর্বে আইনটি নিয়ে অনেকবার অনুশীলন করা হয়েছে এবং একটি নিগোসিয়েশনও হয়েছে। এ সাব-কমিটির মাধ্যমে একটি ড্রাফট করে তখনকার সচিবকে দেয়া হলে তিনি ভালই বলেছিলেন। সেখানে ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা এবং প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এ দুটি বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হলেও আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা হয়েছিল। তিনি বলেন, একটি মন্ত্রণালয়ের সচিব বছরে তিনবার বদলী হলে কাজ হবে কিভাবে। তিনি নতুন সচিবকে বলেন, আইনটিতে বিশুদ্ধ সংশোধনী করা হয়েছে এবং এটিতে সবাই স্ক্রুটিনিং করেছে। এতে নেগেটিভ কিছু বা সরকারের ক্ষতিকর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব এটি নিয়ে বিলম্ব করার কোন কারণ নাই। আইনটি বাস্তবায়ন করতে হলে মন্ত্রণালয়ে জনবলের প্রয়োজন এবং প্রচার করার জন্য ফান্ড দরকার বলে তিনি মনে করেন। তিনি অতি দ্রুত বিধিটি সংশোধন করার জন্য সচিবকে অনুরোধ জানান। পরবর্তীতে সমস্ত ইউএনও'দের নিয়ে জুম মিটিং করা দরকার যাতে তারা দ্রুত একমাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করে ফেলেন।

পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইনটি প্রচারের জন্য ইউএনও অফিস ও ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের সামনে বিলবোর্ড থাকা জরুরী বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, যৌন হয়রানি বন্ধে হাইকোর্টে যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি কমিটি করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শতভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো কমিটি করতে পারেনি। এটির একটি বিস্তারিত ডাটাবেজ থাকা প্রয়োজন এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি দ্রুত সতর্ক বার্তা দেয়া যে, দ্রুত কমিটি গঠন না করলে মন্ত্রণালয় হাইকোর্টকে জানাতে বাধ্য হবে। একইভাবে সুরক্ষা আইনেও একটি ডাটাবেজ থাকতে হবে যাতে সহিংসতা নিয়ে কতগুলো ছেলে মেয়ে অভিযোগ করেছে, কতগুলো সমাধান হয়েছে, মামলার স্টেজে কতগুলো গেলো এবং মামলার পর কি হয়েছে তা যেন দৃশ্যমান ও কার্যকর হয়। তবে লক্ষ্য থাকতে হবে যাতে মামলা পর্যন্ত যেতে না পারে।

৭.১৭। মাননীয় সদস্য বেগম শবনম জাহান বলেন, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ বৈঠকে বসে যে কথাগুলো বলছেন বা যার যার মতামত দিচ্ছেন সেগুলো এ বৈঠকেই সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে। যদি কাজগুলো বাস্তবায়ন করা যেতো এবং আইনের প্রয়োগ হতো তা হলে এতো সহিংসতা হতো না, মামলাও হতো না। তিনি বলেন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং যৌন হয়রানি বন্ধের বিষয়ে যে আইনগুলো আছে সেগুলোর বিষয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচারণা চালাতে হবে। মহিলা মাদ্রাসগুলোতে মহিলা প্রিন্সিপাল থাকা উচিত এবং কিশোর কিশোরী ক্লাবগুলোর কার্যক্রম আরও জোরদার করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, ঢাকাসহ জেলা, উপজেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যগণ, মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সকলে সম্মিলিতভাবে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং যৌন হয়রানি বন্ধের বিষয়ে বৈঠকের মাধ্যমে প্রচারণার কাজ করতে হবে। তিনি নারী নির্যাতনের ন্যায় পুরুষ নির্যাতন বন্ধের বিষয়ে তদারকি করার জন্য অনুরোধ জানান।

৭.১৮। মাননীয় সদস্য বেগম কানিজ ফাতেমা আহমেদ বলেন, তিনি পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে কক্সবাজারে প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ কাজ করেছেন। পর্যালোচনায় দেখা গেছে বাংলাদেশে এখনো অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে চেয়ারম্যান, মেম্বার, গ্রাম্য মোড়ল, মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক, পুরোহিত সকলকে নিয়ে সমন্বয় করে পারিবারিক সহিংসতা, বাল্যবিবাহ ও যৌন হয়রানি বন্ধের বিষয়ে সচেতনতামূলক কাজ বৃদ্ধির মাধমে কিছুটা সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি মনে করেন।

৭.১৯। মাননীয় সদস্য সাহাদারা মান্নান বলেন, আগস্ট মাস শোকের মাস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ঐ দিন শাহাদাৎ বরণকারী সকলের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, কোন বিষয়ে যতো বেশি প্রচার হবে তত বেশি কার্যকর হবে এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ করে দেখেছেন যে, যতো বেশি কথা বলা যাবে তত বেশি মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে অর্থাৎ কাউন্সিলিং খুব বেশি দরকার। মসজিদের ইমাম বা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শিক্ষকবৃন্দকে নিয়ে কাউন্সিলিং করা হলে অবশ্যই সহিংসতা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান। তিনি তাঁর এলাকার উদাহরণ দিয়ে বলেন, পূর্বের তুলনায় সহিংসতা বা নারী নির্যাতন অনেক অনেক কমে গেছে। বিবাহ বন্ধনের কাজ যারা করেন অর্থাৎ কাজীরা যাতে অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েদের বিবাহ দেয়ার কাজ না করে সে বিষয়ে আরও বেশি সতর্ক হওয়া দরকার। এছাড়া অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখলেও মানুষ আরও বেশি সচেতন হবে এবং প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার যেভাবে নারী ও শিশুদের প্রতি সজাগ ও সচেতন আছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন তাতে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে পারবেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

৭.২০। মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ বক্তব্যের শুরুতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর পরিবার ও আত্মীয়স্বজন যারা নিহত হয়েছিলেন এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও দুই লাখ মা-বোন যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তাঁদের সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, আইন হতে পারে কিন্তু আইনের প্রয়োগ না থাকলে সে আইন করে কোন লাভ নাই। আইন করা হয়েছে কিন্তু আইনের বিধি করতে পাঁচ/দশ বছর চলে যাচ্ছে, ফলে আইনের কোন প্রয়োগ হয় না। আইন সম্পর্কে মানুষকে জানাতে হবে এবং আইনের কার্যকর প্রয়োগ দেখাতে হবে। মামলায় যাওয়ার আগে অসহায় ভিকটিমকে কিভাবে আইনি সহায়তা করা যায় সেটি ভাবার বিষয়। না হলে আইনকে কখনো বাস্তবে রূপ দেয়া যাবে না। মামলা করার আগেই যদি মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ইউএনও'র মাধ্যমে পারিবারিক সহিংসতাকে আপষের মাধ্যমে মিমাংসা করা যায় তা হলে সমাজে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে বলে তিনি মনে করেন। কিশোর কিশোরী ক্লাবগুলোকে যদি আরও সক্রিয় এবং প্রত্যেকটি স্কুল কলেজের সাথে সংযুক্ত করা যায় তাহলে ক্লাবগুলোর ব্যাপ্তি বাড়বে এবং এগুলো গঠনের উদ্দেশ্য সফল হবে। মহিলা মাদ্রাসাগুলোতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা সংযুক্ত করে আধুনিক ধারায় ফিরিয়ে আনতে হবে। পাশাপাশি পারিবারিক নির্যাতনের শিকার বা ধর্ষণের শিকার হওয়া মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে চাকুরির মাধ্যমে বা সেলফ সার্ভিস ম্যান হিসেবে তৈরি করতে হবে। তিনি বলেন, তথ্য আপা নামে যে কর্মসূচিটি আছে সেখানেও উঠান বৈঠকের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে সামাজিকভাবে সচেতন করা সম্ভব। এছাড়া মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতায় ৮টি ট্রেডের উপর যে ট্রেনিং হয় সেগুলো কতটা স্বচ্ছতার সাথে হচ্ছে তা তদারকি করা দরকার। প্রকল্পগুলোতে যারা কর্মরত আছে তাদের বেশির ভাগই কন্ট্রাকের ভিত্তিতে আছে এবং ডিএনএ ল্যাবের অনেকেই এখনো স্থায়ী হতে পারে নাই। এ বিষয়গুলো দেখা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

৭.২১। সভাপতি বলেন, ইউএনএফপিএ'র আওতায় প্রজেক্টের মাধ্যমে যে কার্যক্রম হচ্ছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এজেন্ডা অনুযায়ী সাব-কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ বৈঠকে বক্তব্য ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং পুরো সমাজের চিত্রটিই তুলে ধরেছেন। তিনি অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ বৈঠকে যে কথাগুলো শুনছেন বা যতটুকু জানেন তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ অবস্থা নারীদের। নির্যাতিত নারীদের দায়িত্ব নিতে হলে সমষ্টিগতভাবে কাজ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত আইনগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। নারীদের সহিংসতা রোধে এবং সমাজের অবক্ষয় ও মানসিকতাকে দূর করার জন্য প্রচার প্রচারণা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের যে আইনটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সে আইন ও নীতিমালার আওতায় আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটি থাকবে এবং সে কমিটির নিকট সবাই তাদের বিচার দিবে এবং পরবর্তীতে কমিটি তাদের রক্ষার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৭.২২। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, ২০১২ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নারী নির্যাতন রোধ ও সুরক্ষায় ১০৯ কলসেন্টারের মাধ্যমে ৫০৩৬৯২ জন এবং রোহিঙ্গা নারী ১৮৮৭৭৫ জনকে কাউন্সিলিংয়ের কাজ করা হয়েছে। এছাড়া ২৭৬৫২ জনকে ডিএনএ টেস্টের আওতায় আনা হয়েছে এবং ৬৭টি ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে ৫৩৩৮৭ জনকে কাউন্সিলিং করা হয়েছে। তিনি বলেন, তথ্য আপা গত ৬ বছর ৩ মাসে ৩০৫৯৭টি বৈঠক করেছে। এখানে ৬টি বিষয়ে উঠান বৈঠক হয় এবং ৩০ জন করে অংশ নেয় এবং এদেরকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতন করা হয়। সারা দেশে মোট ৪৮৮৩টি কিশোর কিশোরী ক্লাব আছে এবং প্রায় দেড় লক্ষ কিশোর কিশোরীকে ক্লাবের আওতায় এনে নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। তিনি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কিশোর কিশোরী ক্লাবগুলো মনিটরিং করার জন্য স্থানীয় মাননীয়

সংসদ সদস্যগণের সহযোগিতা কামনা করেন। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, যৌন হয়ানি বন্ধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আইনগুলোর বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচার প্রচারনার নির্দেশনা প্রদানের জন্য তিনি স্থায়ী কমিটিকে অনুরোধ জানান।

৭.২৩। সভাপতি মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে আলোচনাপূর্বক বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আরও বেশি জোরালোভাবে কাজ করার জন্য এবং তথ্য আপা কর্মসূচির মেয়াদ আগামী বছর শেষ হওয়ার আগেই সেটি যাতে আরও চলমান থাকতে পারে এবং রাজস্ব খাতে নেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণে জন্য সচিবকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৮। **আলোচ্যসূচি (১) : বিগত ৩৩তম বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।**

৮.১। সভাপতি বিগত ৩৩তম বৈঠকের কার্যবিবরণী বৈঠকে উপস্থাপন করেন এবং কারো কোন সংশোধনী থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর কোন সংশোধনী না থাকায় বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়।

৯। **আলোচ্যসূচি (২) : বিগত ৩৩তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা।**

৯.১। সচিব মহোদয় বিগত ৩৩তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়ক্রমে বৈঠকে উপস্থাপন করেন। সিদ্ধান্ত ১২(১) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তিনি কার্যপত্রের মাধ্যমে বৈঠকে উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, আমার পরিবার, আমার ফুলবাগান এর আদলে একটি প্রশিক্ষণ প্রণয়নের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সেটি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপাতত এটি রাজশাহীতে করা হবে এবং এক একটি প্রশিক্ষণ ৫ দিন করে ১০ জন দম্পতিকে নিয়ে করা হবে। বাজেটের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। সিদ্ধান্ত ১২(২) সম্পর্কে মহাপরিচালক বলেন, কালিগঞ্জের কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ভবনটি সরেজমিনে দেখা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ছিল যা দিয়ে ভবনের তিন তলা পর্যন্ত সমস্ত কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। বাজেট না থাকায় পাঁচ তলা পর্যন্ত সব কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই, তবে বাইরের ফিনিসিংয়ের কাজ হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী ও স্থায়ী কমিটি সময় নির্ধারণ করলে এটি উদ্বোধন করা যাবে বলে তিনি জানান। সভাপতি বলেন, উদ্বোধনের পূর্বে ভবনের কাজটি সুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়নি এবং ভবিষ্যতে কবে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই যেটুকু কাজ হয়েছে সেটুকু নিয়েই ভবনটি উদ্বোধন করার জন্য এবং সেপ্টেম্বর/২২ বা পরের মাসে যত দ্রুত সম্ভব উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। সিদ্ধান্ত ১২(৩) বাস্তবায়ন সম্পর্কে জাতীয় মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বলেন, জেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের একটি প্রকল্প চলমান আছে এবং প্রকল্পটি আগামী বছর রাজস্ব খাতের আওতাভুক্ত হবে। প্রতিটি জেলায় একটি করে প্রশিক্ষণ সেন্টার আছে এবং কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন ও গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপর এখানে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এদের মধ্য থেকে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস, অস্বচ্ছল ও দরিদ্র তাদেরকে প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি জেলা থেকে চার জনকে ল্যাপটপ সরবরাহের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, নারীদের ল্যাপটপ সরবরাহের বিষয়টিকে আরও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্পটিকে উপজেলা পর্যায়ে বাড়ানোর লক্ষ্যে আগামী মাসে একটি ড্রাফট তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে দিবেন এবং আলোচনাক্রমে এটির ডিপিপি প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবেন। সিদ্ধান্ত ১২(৪) : মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বলেন, এ বিষয়ে একটি কনসেপ্ট পেপার তৈরী করা হয়েছে এবং 'স্বর্ণকুটির' ও 'স্বপ্নীল ঠিকানা' এ দুটি সম্ভাব্য নাম ঠিক করা হয়েছে। কনসেপ্ট পেপারটি আরও পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে এবং অনুমোদিত হলে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ শুরু করা হবে। মহিলা সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বলেন, এ সংস্থার অধীনে ২৮টি জেলায় নিজস্ব জায়গায় কমপ্লেক্স ভবন হবে এবং কমপ্লেক্স ভবন হলে একটি ফ্লোরে বৃদ্ধ নিবাসের আদলে জায়গা রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ

করা হবে। কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে তখন এটির কনসেপ্ট পেপার তৈরি করা হবে এবং সম্ভাব্য নাম 'বন্ধন' বা যে নাম সিলেক্ট হবে সেভাবে নামকরণ করা হবে। সিদ্ধান্ত ১২(৫) : সচিব মহোদয় বলেন, অতিসম্প্রতি মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে সর্বশেষ সংশোধিত খসড়া নিয়োগ বিধি ও অর্গানোগ্রাম মন্ত্রণালয়ে এসেছে। এটিকে সর্বশেষ যাচাই বাচাই করে জনপ্রশাসনে পাঠানোর জন্য অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি করে দেয়া হয়েছে এবং স্থায়ী কমিটির আগামী বৈঠকের আগেই এটি জনপ্রশাসনে পাঠাতে পারবেন বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। সভাপতি মহোদয় বলেন, প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগ বিধি ও অর্গানোগ্রামে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির জন্য ফিডার পদগুলোর অন্যান্য পদের মধ্যে কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) পদ বাদ পড়েছে কেন জানতে চান। মহাপরিচালক বলেন, এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু পদটি তারা বাদ দিয়েছে। সভাপতি বলেন, সহকারী উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার ফিডার পদগুলোর মধ্যে কম্পিউটার অপারেটর পদটি ছিল। যেহেতু একই জায়গায় ট্রেড ইন্সট্রাক্টর, প্রশিক্ষক, ট্রেড প্রশিক্ষক, ইন্সট্রাক্টর পদ রাখা হয়েছে সেহেতু ঐ পদগুলোর মধ্যেও কম্পিউটার অপারেটর পদটি অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া যেতে পারে। এ পদটির একটি গুরুত্ব আছে তাই এটিকে বাদ দিলে চলবে না। কম্পিউটার অপারেটর পদটিকে প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগ বিধিতে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার ফিডার পদে অন্তর্ভূক্ত করা যায় কি না সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয়কে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। সিদ্ধান্ত ১২(৬) বাস্তবায়িত হয়েছে। সিদ্ধান্ত ১২(৭) : আইজিএ প্রকল্পের পরিচালক বলেন, সিদ্ধান্তের আলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং ই-মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে। কিশোর কিশোরী ক্লাবের কার্যক্রম সরেজমিনে ও ই-মনিটরিংয়ের মাধ্যমে তদারকি করা হচ্ছে। তিনি বলেন, অতিসম্প্রতি মহিলাদের কম্পিউটার সার্ভিসিং, রিপেয়ারিং ও কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন নামে একটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুমোদিত হয়েছে এবং সেটি আগামীকাল থেকে ৬৪টি জেলায় শুরু হবে। সিদ্ধান্ত ১২(৮) : মহাপরিচালক বলেন, এ অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল পরিচালনার জন্য অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে তিনটি বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আজকেও একটি বৈঠক হওয়ার কথা আছে। বৈঠকটি হলে নীতিমালাটি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে বলে তিনি জানান। সিদ্ধান্ত ১২(৯) : সচিব মহোদয় বলেন, জাতীয় মহিলা সংস্থার বন্ধ হয়ে যাওয়া ২০টি এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৪০টিসহ মোট ৬০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের ডিপিপি তৈরীর কাজ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে ছিল। যেহেতু বর্তমান সময়ের জন্য নতুন প্রকল্প নেয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে তাই এ ৬০টি কেন্দ্রকে এক আমব্রেলার নিচে এনে একত্রে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি এ কর্মসূচিটি দ্রুত বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ জানান। সিদ্ধান্ত ১২(১০) : সভাপতি বৈঠকের কার্যপত্র মাননীয় সদস্যদের নিকট দ্রুত প্রেরণের বিষয়ে নজর রাখার জন্য সচিব মহোদয়কে অনুরোধ জানান।

১০। বিস্তারিত আলোচনার পর কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ :

(১) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনের বিধিমালা দ্রুত সংশোধন এবং আইনের প্রয়োগকে কার্যকর করার লক্ষ্যে যে সমস্ত উপজেলায় সহিংসতা বেশি হয় সেখান থেকে একটি বা দুটি উপজেলা বেছে নিয়ে পাইলটিং ভিত্তিতে কাজ শুরু করার সুপারিশ করা হয়;

(২) পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং যৌন হয়রানি বন্ধের বিষয়ে যে সমস্ত আইন ও নীতিমালা আছে সেগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে জানানোর জন্য লিফলেট, বিলবোর্ড ও অন্যান্য মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার প্রচারণা বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়;

(৩) যৌন হয়রানি বন্ধে হাইকোর্টের নীতিমালা অনুযায়ী যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো কমিটি করেনি তাদের একটি ডাটাবেজ প্রণয়ন করা এবং দ্রুত কমিটি করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাগাদা দেয়ার সুপারিশ করা হয়;

(৪) দেশের সকল মহিলা মাদ্রাসায় মহিলা প্রিন্সিপাল ও মহিলা শিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

(৫) পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধের আইন ও নীতিমালার আওতায় আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কমিটি গঠন করার সুপারিশ করা হয়;

(৬) তথ্য আপা প্রকল্পের মেয়াদ আগামী বছর শেষ হওয়ার আগেই সেটি যাতে আরও চলমান থাকতে পারে এবং তাদের জনবল রাজস্ব খাতে নেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

(৭) কালিগঞ্জের কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল ভবনটির কাজ তিনতলা পর্যন্ত সম্পন্ন হওয়ায় সেপ্টেম্বর/২২ বা তার পরের মাসে যত দ্রুত সম্ভব উদ্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়;

(৮) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগ বিধিতে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির জন্য ফিডার পদগুলোর অন্যান্য পদের মধ্যে কম্পিউটার অপারেটর পদটি অন্তর্ভূক্ত করা যায় কিনা সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

১১। পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৮.০৯.২২

(মেহের আফরোজ)

সভাপতি

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০৩.০০০০.০৬৩.৩২.০১২.১৮- ৯০৬

তারিখঃ ৩০ এপ্রিল, ২০১৯খ্রিঃ।

বিষয় : যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন সংক্রান্ত।

সূত্র : কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের স্মারক নং-৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.০০১.১৭-২৩৬, তারিখ : ২৩ এপ্রিল, ২০১৯খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ স্মারকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি এতদসংগে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন করে নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২। এ সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অধিদপ্তরকে নিয়মিত (প্রতি মাসে) অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক (৫ পাতা)।

৩০/৪/১৯

(হাসান ফজলে হালিম)
সহাকারী পরিচালক (পিআইইউ)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

বিতরণ :

১-৫ । অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ।

৬-৫৫ । অধ্যক্ষ, সকল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্লাস এন্ড সিরামিক/বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব গ্রাফিক আর্টস/বাংলাদেশ সার্ভে ইনস্টিটিউট/ফেনী কম্পিউটার ইনস্টিটিউট, ফেনী/ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।

৫৬-১১৯ । অধ্যক্ষ, সকল টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ

১২০-১২৭ । আঞ্চলিক পরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/ খুলনা/ সিলেট/ বরিশাল / ময়মনসিংহ/ রংপুর ।

অনুলিপি :

১-৫ । পরিচালক (পিআইডব্লিউ/প্রশাসন/পরিঃ ও উন্নঃ/ভোকেশনাল/পিআইইউ), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

৬ । সহকারী সচিব (সমন্বয়), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৭ । ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ICT সেল (পত্রখানা জরুরী ভিত্তিতে ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৮ । প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

০৯ । মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা। (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১০ । নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
সমন্বয় শাখা
www.tmed.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৩.৯৯.০০১.১৭-২৩৬

তারিখঃ ১০ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৩ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি গঠন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মাননীয় হাইকোর্টে দায়েরকৃত ৫৯১৬/২০০৮ নং রীটপিটিশন এর আদেশ (আদেশের কপি সংযুক্ত) মোতাবেক কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধিনস্থ দপ্তর/সংস্থা ও সকল সরকারি/বেসরকারি কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে জরুরি ভিত্তিতে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এ'সংক্রান্তে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে এ বিভাগকে নিয়মিত অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

২৩|০৪|২০১৯
(মোঃ হুমায়ুন কবীর)
সহকারী সচিব
মোবা: ০১৮১৭১১৪৬৫৩
jstmed7@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, ৩৭/৩/এ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ২নং অরফানেজ রোড, বকশীবাজার, ঢাকা।
৫। পরিচালক (যুগ্মসচিব), জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নেকটার), বগুড়া।
৬। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বিএমটিটিআই), বোর্ড, বাজার, গাজীপুর।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন/কারিগরি/মাদ্রাসা/অডিট ও আইন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা। [অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন/কারিগরি/মাদ্রাসা/অডিট ও আইন) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
২। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন/প্রশাসন ও অর্থ/কারিগরি/মাদ্রাসা/উন্নয়ন)এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।[যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও উন্নয়ন/কারিগরি/মাদ্রাসা/অডিট ও আইন) মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৩। উপসচিব, (মাদ্রাসা/কারিগরি-১/কারিগরি-২/কারিগরি-৩/অডিট ও আইন/উন্নয়ন-১/এমপিও সেল), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা),কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (রাজস্ব বাজেট/প্রশাসন ও অর্থ/সেবা/উন্নয়ন বাজেট/অডিট/আইন/মাদ্রাসা-১), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ।
৭। সহকারী সচিব (মাদ্রাসা-২/সমন্বয়/সংসদ), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮। প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
৯। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।